দৈনিক সংবাদ

79

তারিখ FEB 5 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

একুশের বইমেলা ও হরতাল

আজ ৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী একুশের বইমেলা। বাংলা একাডেমি আয়োজিত এ মেলা চলবে ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। একুশের বইমেলাকে কেন্দ্র করে এ ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশনা জগতে চলে 'মহাকর্মযজ্ঞ'। প্রকাশকরা সারা বছর ঢিমে তালে চললেও মেলার সময়ে পাঠকের হাতে নতুন বইটি তুলে দেয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। সাধারণভাবে পাঠবিমুখ আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই মেলার সময়ই নতুন বইয়ের কিছুটা খোঁজখবর নেন, সামর্থ্যে কুলালে বইটি কিনেন। কিন্তু দুভাগ্যের বিষয় এবারে এমন এক সময়ে বইমেলাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা চরমে। বিরোধীদল ইতোমধ্যে আগামী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি দুদিন হরতাল পালনের কথা ঘোষণা করেছে। শোনা যায় আগামী ২২, ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ পৌরসভা নির্বাচনের তিনদিনও সারাদেশে হরতাল পালন করবে। ২৪ দিনের মেলার ৫ দিনই হরতালের আওতায় আসবে। এই হরতালকে কেন্দ্র করে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে নতুন হরতালের সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ অবস্থায় বইমেলা ভাঙা হাটে পরিণত হবে।

সর্বগ্রাসী হরতালের হাত থেকে কেউ রেহাই পাচ্ছে না। নাগরিক জীবনে হরতাল অলঙ্ঘনীয় 'নিয়তি' হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে রাজনৈতিক দল যখনই ক্ষমতায় থাকে তখন হরতালের বিরুদ্ধে খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা বলেন। আবার ক্ষমতা হারিয়ে তারা হরতালকেই রাজনৈতিক আন্দোলনের একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন।

সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আমাদের দাবি হলো, হরতালের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই রাজনৈতিক ফয়সালা করুন। আর যদি একেবারেই অসম্ভব হয় অন্তত বইমেলাকে হরতালের বাইরে রাখুন। বিরোধীদল হরতাল পালন করছে পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে। কিন্তু রাজধানীতে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে না- নির্বাচন হবে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা শহরে। ফলে রাজধানীতে হরতাল পালন করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

বই ও বইমেলাকে রাজনীতির বাইরে রেখে জাতির মানস গঠন ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্বকে গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার দাবি রাখছি বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে। একইভাবে সরকারি দলেরও এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো টালমাটাল হয়ে যায়। বিরোধীদলের উত্থাপিত চার দফার কোন দফা নিয়ে কিছু করণীয় নেই বলে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথম তিনটি দফার কথা বাদ দিলেও চতুর্থ দফা নিয়ে অবশ্যই আলাপ-আলোচনা হতে পারতো। সরকার সে পথে না গিয়ে কেন অহেতুক সংঘাতকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

রাজনীতির কথা রাজনীতিকরা ভাবুন। তারা ক্ষমতায় থাকা ও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যত খুশি চাল চালুন। কিন্তু বই এবং বইমেলাকে রাজনীতির বাইরে রাখলে দেশবাসী তথা পাঠকরা খুশি হবেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ থাকবে তারা যেন বইমেলাকে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে রাখেন। রাজনৈতিক ঝগড়াবিবাদে নিরীহ বই ও বইমেলাকে টেনে না আনাই শ্রেয়। এরই পাশাপাশি বইমেলা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি হলো মেলাটি যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় সে ব্যাপারেও তারা যত্নবান হবেন। অতীতে প্রায় প্রতিবছরই বই মেলার ভিড়কে কেন্দ্র করে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু গেল বার সে ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি। এবারেও সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে একুশের মেলাটি উদ্‌যাপিত হোক সেটা আমাদের সকলের কাম্য। বই ও বইমেলা দুইই বেঁচে থাক।